Department of Patents, Designs and Trade Marks

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
ডায়েরী নং-
(ক) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (অঃ ও প্রঃ)
(খ) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (পেঃ ও ডিঃ)
(গ) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (জিআইটিটিও)
তারিখের মধ্যে উপস্থাপন করুন।
০৬/০১/২০২১
রেজিস্ট্রার

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI)

JOURNAL

November, 2020

GI Journal No. 04

Published on : 06 JAN 2021

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফি সহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জি.আই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জি.আই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনেরপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি রেজিস্ট্রার বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালী পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত,

ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিতকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ, এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং রেজিস্ট্রার কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২ (দুই) মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রারের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক রেজিস্ট্রার প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

রেজিস্ট্রার
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ registrar@dpdt.gov.bd
Web : www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-০৫
আবেদনের তারিখ : ০৬-০২-২০১৭

বিজয়পুরের সাদা মাটি, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা, কর্তৃক আবেদনকৃত আবেদন নং জিআই-৫-এর অধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "বিজয়পুরের সাদা মাটি" যা শ্রেণী ০১ তে অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

আবেদনকারী ঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা

ঠিকানা ঃ নেত্রকোণা

ভৌগোলিক নির্দেশক ঃ "বিজয়পুরের সাদা মাটি"

শ্রেণী ঃ ০১

ক) আবেদনকারীর নাম ঃ জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা।

খ) ঠিকানা ঃ নেত্রকোণা।

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকাঃ সাদা মাটির উত্তোলনকারীদের তালিকা তৈরী করা হয়েছে। পরবর্তীতে চাহিদা অনুযায়ী আরো উত্তোলনকারীদের নাম তালিকায় সংযোজন হতে পারে।

ঘ) প্রকার ঃ এক প্রকার মাটি।

ঙ) স্পেসিফিকেশন ঃ

১. এটি প্রাকৃতিক সম্পদ।
২. কালো, ধূসর এবং লাল মাটি।
৩. সাদামাটি তিন প্রকার। যথা:-
   - গ্রেড এ-উৎকৃষ্ট মানের মাটি।
   - গ্রেড বি-মধ্যম মানের মাটি।
   - গ্রেড সি-নিম্ন মানের মাটি।
৪. কেওলিন বা অ্যালুমিনিয়াম সমৃদ্ধ।
৫. প্রতিক্ষেত্রে মাটির বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন।
৬. মাটিতে বিভিন্ন খনিজ উপস্থিত।
৭. মাটিতে সিলিকা বালি রয়েছে।
৮. সাধারণত মসৃণ, কিন্তু ভেজা অবস্থায় আঠালো ও নরম এবং শুকনা অবস্থায় মধ্যম মাত্রায় শক্ত ও ভঙ্গুর।
৯. মূল উপাদান কেয়োলিনাইট ছাড়াও কিছু পরিমাণ কোয়ার্টজ (২০% থেকে ৩০%), ইলাইট ও সামান্য ক্লোরাইট রয়েছে।
১০. এই সাদামাটির আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৫৫।

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা ঃ

বিজয়পুরের সাদামাটি (WHITE CLAY OR CHINA CLAY) কেওলিন কর্দম মণিক দ্বারা গঠিত উন্নতমানের কর্দম ; প্রধাণত গ্লাস ও সিরামিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে গৃহস্থালি সামগ্রী হিসেবে সাদামাটির তৈরী তৈজসপত্রের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। নেত্রকোণা জেলার বিজয়পুরে সাদামাটির বিপুল মজুদ রয়েছে। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর-(জি.এস.বি) ১৯৫৭ সালে তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার দুর্গাপুর থানার অন্তর্গত (দুর্গাপুর বর্তমানে নেত্রকোণা জেলার অন্তর্গত একটি উপজেলা) ভেদিকুরা নামক স্থানে প্রথম সাদামাটির সন্ধান লাভ করে। পরবর্তী

সময়ে ১৯৫৭-৫৮ সালের দিকে এ অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রাঙ্কণ সম্পন্ন হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে জিএসবি অত্র এলাকায় ১৩টি কূপ খননের মাধ্যমে সাদামাটি মজুতের গভীরতা অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা চালায়। নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার সোমেশ্বরী নদীর ওপারে বিজয়পুরে সাদামাটির পাহাড় অবস্থিত।

ছ) বিজয়পুরের সাদা মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলাফল ঃ

সিলিকন অক্সাইড	৫০% থেকে ৬৮%
অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড	২০% থেকে ৩৩%
আয়রণ অক্সাইড	০.৪% থেকে ২.৮%
টাইটানিয়াম অক্সাইড	০.৪% থেকে ২%
ক্যালসিয়াম অক্সাইড	চিহ্নমাত্র থেকে ০.৮%

(জ) উৎপাদকের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র ঃ

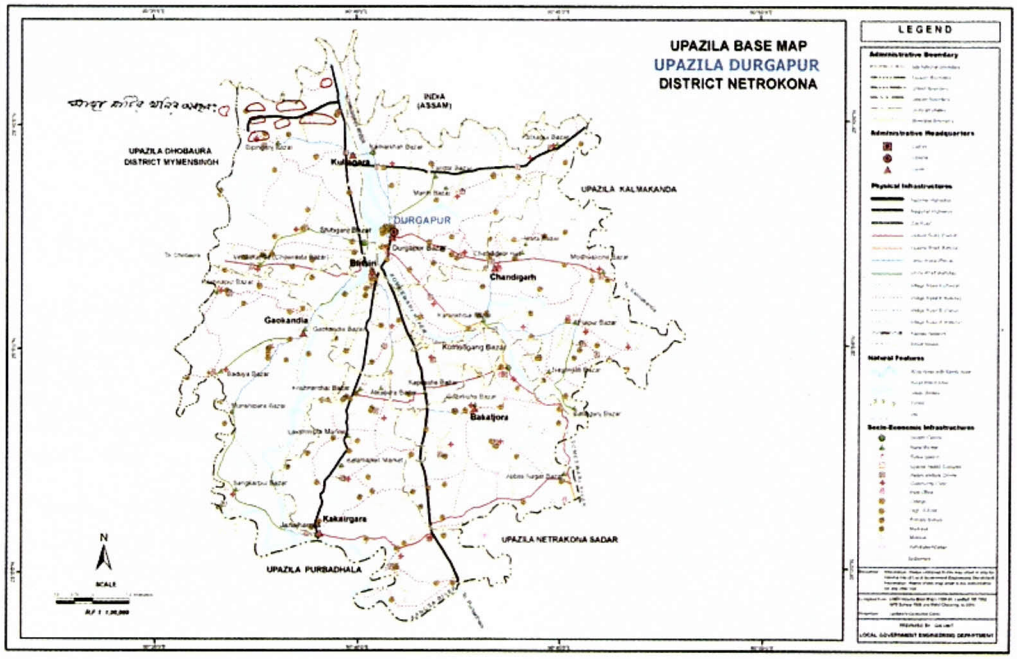

ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ [ঐতিহাসিক দলিলাদি] :

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ যখন সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করলো সম্ভবত তখন থেকেই মৃৎপাত্রের ব্যবহার শুরু হয়েছে। ১৯৫৭ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম নেত্রকোণা জেলায় বিজয়পুরে ভূ-পৃষ্ঠে উন্মোচিত সাদামাটির আবিষ্কার ঘটে। এই সাদামাটিসমূহ মূলতঃ পায়সিন উপযুগের ডুপিটিলা সংঘে বেলেপাথরে ও কাদাশিলা স্তরের সাথে লম্বাটে লেন্সে অনিয়মিত স্তর আকারে বিরাজ করছে।

সাদামাটির মাইনসমূহ এবং সাদামাটি উত্তোলনের তথ্য ঃ

সর্বপ্রথম ১৯৬৮ইং হতে মাটি উত্তোলন কাজ শুরু করা হয়	
মোট টিলার সংখ্যা	১৬৩টি
সরকারি জমির পরিমাণ	৪৬১.২৮ একর
নিজস্ব জমির পরিমাণ (কোম্পানী)	১৬.৯২ একর
মোট মাইনের সংখ্যা	০৯টি
মাইন বন্ধ	০২ (এস.আর ও বেঙ্গল)
এ পর্যন্ত উত্তোলিত সাদামাটির পরিমাণ	৫.০০ লক্ষ মেঃ টন (আনুমানিক)
অবশিষ্ট মজুদ সাদামাটির পরিমাণ	১৩.৭৭ লক্ষ মেঃ টন (আনুমানিক)

ঞ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদনের পদ্ধতিঃ প্রাকৃতিক সম্পদ, খননের মাধ্যমে উত্তোলন করা যায়।

অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

√ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত সাদামাটির চেয়ে উৎকৃষ্ট মানের।

√ বর্তমানে এ মাটি টাইলস, সিরামিক, তৈজসপত্র ও গ্লাসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে।

ট) পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ ঃ

- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়,
- খনিজ সম্পদ ব্যুরো,
- জেলা প্রশাসন, নেত্রকোণা ও
- উপজেলা প্রশাসন, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা।

ব্যবহারকাল ঃ

বিজয়পুরের সাদা মাটি ১৯৬৮ সাল হইতে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে।

সাদা মাটির পাহাড় (চিত্র-১)

সাদা মাটির পাহাড় (চিত্র-২)

সাদা মাটির পাহাড় (চিত্র-৩)

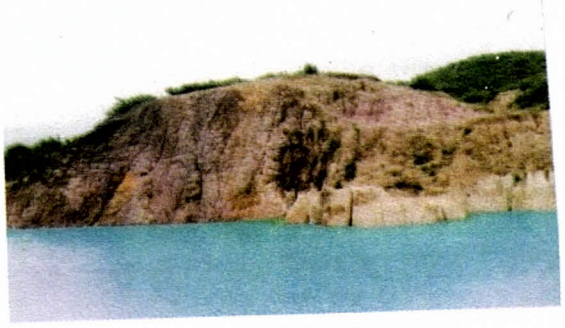

সাদা মাটির পাহাড় (চিত্র-৪)

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস – প্রসেস শাখা (সিটিপি) – ৬৯৪/২০-২১/শিল্প – ১৩-১২-২০২০ – ১২০টি বই।

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
   157, Government New Market, Dhaka.

2. Messrs Warshi Book Corporation,
   14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.

3. Bangladesh Co-operative Book Society,
   150, Government New Market, Dhaka.

4. Messrs K.R. & Co.,
   73, Abul Hassnat Road, Dhaka.

5. Bangladesh Subscription Service,
   64, Purana Paltan, Dhaka.

6. Messrs Mohiuddin & Sons,
   143, Government New Market, Dhaka.

7. Messrs Hasanat Library,
   4, N. S. Road, Kushtia.

8. Messrs Current Book Stall,
   Jessore Road, Khulna.

9. Messrs Current Book Mohal,
   Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.

10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
    15, Bangla Bazar, Dhaka.

11. Messrs New Front Bipani Bitan,
    New Market, Chittagong.

For official use only

Printed by: Md. Asaduzzaman, Deputy Director (Deputy Secretary)
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Maksuda Begum Siddika, Deputy Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.